রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ২৩, ২০১০

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৪১-আইন/২০১০।—রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৭ নং আইন) এর ধারা ১০ ও ১১ এর সহিত পঠিতব্য, ধারা ৪৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা তালিকাভুক্তিকরণ বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৭ নং আইন);

(খ) "জাতীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় কর্তৃপক্ষ;

(গ) "যাচাই-বাছাই কমিটি" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটি;

(ঘ) "তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য" অর্থ আইনের তফসিল ১, ২ বা ৩ এ বিধৃত যে কোন রাসায়নিক দ্রব্য;

(ঙ) "তালিকাভুক্তি সনদ" অর্থ আইনের ধারা ১০(২) এর বিধান অনুসারে জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তালিকাভুক্তি সনদ;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(চ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ছ) "রাসায়নিক দ্রব্য" অর্থ আইনের তফসিলভুক্ত কোন রাসায়নিক দ্রব্য;

(জ) "সনদ" অর্থ তালিকাভুক্তি সনদ।

৩। **তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন, ইত্যাদি।**—(১) তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, অর্জন, ব্যবহার, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানী বা ক্ষেত্রমত, স্বতন্ত্র জৈব রাসায়নিক দ্রব্যসহ ফসফরাস, সালফার বা ক্লোরিনযুক্ত বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তিকে, উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, অর্জনকারী, ব্যবহারকারী, স্থানান্তরকারী, আমদানিকারী, রপ্তানীকারী বা, ক্ষেত্রমত, স্বতন্ত্র জৈব রাসায়নিক দ্রব্যসহ ফসফরাস, সালফার বা ক্লোরিনযুক্ত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী হিসাবে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র বা দলিলাদি জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট "ফরম-ক" এ আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (ব্যক্তির ক্ষেত্রে);

(খ) নাগরিকত্ব সনদপত্র;

(গ) ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত ট্রেড লাইসেন্স;

(ঘ) টি, আই, এন, সনদপত্র (Tax Identification Number (TIN) Certificate);

(ঙ) মূল্য সংযোজন কর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;

(চ) আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আই, আর, সি);

(ছ) বিধি ৭ অনুসারে প্রদত্ত তালিকাভুক্তিকরণ ফি প্রদান সংক্রান্ত ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা চালানপত্র;

(জ) তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র;

(ঝ) তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনকারী, ব্যবহারকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও অর্জনকারী কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোর বিষয় সম্পর্কিত ঘোষণা পত্র;

(ঞ) বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী যে এসোসিয়েশন অথবা জেলা চেম্বারের সদস্য সেই সংগঠনের সদস্যভুক্তির সনদপত্র; এবং

(ট) কোম্পানীর ক্ষেত্রে, দফা (ক) হইতে দফা (ঞ) তে উল্লিখিত কাগজপত্র ও দলিলসহ নিম্নবর্ণিত দলিলাদি, যথা ঃ—

(অ) উহার মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট; এবং

(আ) উহার মালিক, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের নাগরিকত্ব সনদপত্রসহ প্রত্যেকের দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, অর্জন, ব্যবহার, স্থানান্তর, আমদানি বা রপ্তানী কাজে নিয়োজিত ছিল সেই সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী উক্তরূপ কার্যাদি অব্যাহত রাখিতে ইচ্ছুক হইলে, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (১) অনুযায়ী তালিকাভুক্তির জন্য জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনে প্রদত্ত তথ্যসমূহের সত্যতা যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান করিবার লক্ষ্যে জাতীয় কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনপত্রসহ সকল কাগজপত্র ও দলিলাদি যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত কাগজপত্র ও দলিলাদিসহ আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যাচাই-বাছাই কমিটি, এবং প্রয়োজনবোধে, অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কাগজপত্র ও দলিলাদি পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবে এবং সার্বিক বিষয় উল্লেখক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

৪। **যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন**।—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্বাহী সেলের পরিচালক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব (ড্রাফটিং) পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত অন্যূন প্রথম সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি;

(চ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্বাহী সেল কর্তৃক মনোনীত অন্যূন মেজর পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৫। **সনদ প্রদান।**—(১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী যাচাই-বাছাই কমিটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জাতীয় কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে "ফরম-খ" অনুযায়ী সনদ প্রদান করিবে;

(খ) যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত পূরণ করিবার জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ প্রদান করা সমীচীন, তাহা হইলে উক্ত শর্ত পূরণ করিবার জন্য আবেদনকারীকে অনধিক ৭ (সাত) দিন সময় প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন সময় প্রদান করা হইলে উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী সকল শর্ত প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ "ফরম-খ" অনুযায়ী সনদ প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় কর্তৃপক্ষ আবেদন নামঞ্জুর করিয়া অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে;

(২) জাতীয় কর্তৃপক্ষ তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত সনদে আইন ও বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় শর্তারোপ করিতে পারিবে।

৬। **সনদের মেয়াদ ও নবায়ন।**—(১) বিধি ৫ এর অধীন প্রদত্ত সনদের মেয়াদ হইবে সনদ প্রদানের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

(২) সনদের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে বিধি ৭ এ নির্ধারিত নবায়ন ফি প্রদান সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীকে জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সনদের মেয়াদ নবায়নের জন্য "ফরম-গ" তে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন সনদ নবায়নের আবেদন প্রাপ্ত হইবার পর জাতীয় কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইবার অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে যাচাই-বাছাই কমিটি প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান করিবার পর বিষয়টি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন যাচাই-বাছাই কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জাতীয় কর্তৃপক্ষ তালিকাভূক্তি সনদ—

(ক) নবায়ন করা যায় মর্মে সন্তুষ্ট হইলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফরম "ঘ" অনুযায়ী সনদ নবায়ন করিবে; বা

(খ) নবায়ন করা যায় না মর্মে অভিমত পোষণ করিলে সনদ নবায়নের আবেদন সরাসরি নামঞ্জুর করিয়া অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

৭। **সনদের ফি।**—এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সনদের ফি হইবে অফেরৎযোগ্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এবং নবায়ন ফি হইবে অফেরৎযোগ্য ৩০০ (তিনশত) টাকা।

৮। **সনদ সংরক্ষণ, ইত্যাদি।**—বিধি ৫ এর অধীন প্রদত্ত প্রতিটি সনদ এবং বিধি ৬ এর অধীন প্রদত্ত নবায়নকৃত প্রতিটি সনদের ডুপ্লিকেট কপি আইনের ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত নির্বাহী সেলের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রেজিস্টারে উহার ক্রমিক নম্বর সম্বলিত বিস্তারিত তথ্যাদি বৎসর ভিত্তিক লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৯। **সনদ প্রদর্শন।**—সনদ প্রাপ্ত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সনদ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবে।

১০। **সনদ হস্তান্তর।**—এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সনদ হস্তান্তর করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, অংশীদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন অংশীদার গ্রহণ বা কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার গঠন প্রণালীতে কোন প্রকার পরিবর্তন করা হইলে, উহা হস্তান্তর করা যাইবে।

১১। **সনদ বাতিল।**—(১) কোন ব্যক্তি তাহাকে প্রদত্ত সনদের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে অথবা আইন বা বিধির কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে বা প্রতিপালন করিতেছে না মর্মে জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হইলে, সনদ গ্রহীতাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া উক্ত কর্তৃপক্ষ সনদ বাতিল করিতে পারিবে।

(২) এই বিধির অধীন কোন সনদ বাতিল করা হইলে উক্ত বাতিলকৃত সনদের গ্রহীতা শুধুমাত্র তাহার ব্যবসা অবসায়ন, দেনা-পাওনা পরিশোধ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মসম্পাদনের জন্য জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সময় চাহিয়া আবেদন করিলে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহাকে অনধিক ১৮০ (একশত আশি) দিন সময় প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **পুনর্বিবেচনা (Review)।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ), বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৫) এবং বিধি ১১ এর অধীন জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়, তাহা হইলে উক্ত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী উক্তরূপ আদেশ পুনর্বিবেচনার (Review) জন্য জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) জাতীয় কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা মঞ্জুর করিবে অথবা নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত যথাশীঘ্র সম্ভব আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১৩। **আপীল।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী বিধি ১২ এর অধীন জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়, তাহা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, উক্তরূপ আদেশ প্রদানের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আপীলের ক্ষেত্রে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আপীলকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আপীলের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোঃ মাহফুজুর রহমান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
পরিচালক
সেনাসদর, এমও পরিদপ্তর।

"ফরম-ক"

[বিধি ৩(১) ও (২) দ্রষ্টব্য]

তালিকাভুক্তির সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন

বরাবর
জাতীয় কর্তৃপক্ষ
....
.... ।

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি

মহোদয়,

আমি/আমরা রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৭ নং আইন) এবং উহার অধীনে প্রণীত তালিকাভুক্তিকরণ বিধিমালা, ২০১০ এর আওতায় তালিকাভুক্তি সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছি। বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা ঃ—

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। জন্ম তারিখ ঃ

৫। জাতীয়তা ঃ

৬। ঠিকানা ক। বর্তমান ঃ
খ। স্থায়ী ঃ

৭। পেশা ঃ

৮। আবেদনকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী হইলে উহার রেজিস্টার্ড কার্যালয়ের ঠিকানা। ঃ

৯। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ধরন অংশীদারী ফার্ম বা কোম্পানী, নিবন্ধিত হইলে নিবন্ধন নম্বর। ঃ

১০। ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে কাগজপত্রে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত পার্টনার বা পরিচালকের নাম, জাতীয়তা, পেশা এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা (প্রত্যেকের দুই কপি করে সত্যায়িত ছবি ও নমুনা স্বাক্ষরসহ)। ঃ

১১। আর্থিক অবস্থা ঃ

ক। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিগত দুই বৎসরের আয়কর প্রতিবেদন (আয়কর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিসম্পদ ও দায় এর সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপিসহ) (কেবল বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

খ। প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ

১২। আবেদনকারীর— ঃ

ফোন নম্বর
ফ্যাক্স (যদি থাকে)

ই-মেইল (যদি থাকে)

যোগাযোগের অন্য কোন সুবিধা (যদি থাকে)

১৩। (ক) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী, অর্থ ঋণ সংক্রান্ত বা অন্য কোন মামলা বিদ্যমান থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ। ঃ

(খ) আবেদনকারী ইতোপূর্বে কোন মামলায় আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ। ঃ

১৪। বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রদত্ত কাগজপত্র বা দলিলাদির বিবরণ— ঃ

(ক) দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

(খ) নাগরিকত্ব সনদপত্র।

(গ) ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত ট্রেড লাইসেন্স।

(ঘ) টি, আই, এন সনদপত্র [Tax Identification Number (TIN) Certificate.

(ঙ) মূল্য সংযোজন কর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

(চ) আমদানী নিবন্ধন সনদপত্র (আই, আর, সি)।

(ছ) বিধি-৭ অনুসারে প্রদত্ত তালিকাভুক্তিকরণ ফি প্রদান সংক্রান্ত ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা চালানপত্র।

(জ) তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার, উৎপাদন, ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র।

(ঝ) তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনকারী ও অর্জনকারীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোর বিষয় সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র।

(ঞ) বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী যে এসোসিয়েশন অথবা জেলা চেম্বারের সদস্য সেই সংগঠনের সদস্যভুক্তির সনদপত্র; এবং

(ট) কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দফা (ক) হইতে দফা (ট) তে উল্লিখিত ডকুমেন্ট—

(অ) উহার মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের এবং রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেট; এবং

(আ) উহার মালিক, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের নাগরিকত্বের সনদপত্র এবং প্রত্যেকের দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

সত্যপাঠ

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যাবলী সত্য। যদি কোন সময় উক্ত তথ্যাবলীর কোন একটি তথ্য মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় কর্তৃপক্ষ তালিকাভুক্তির সনদ বাতিলসহ আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তারিখ ঃ আবেদনকারীর নামসহ স্বাক্ষর

"ফরম-খ"

[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

<u>তালিকাভুক্তির সনদ</u>

তালিকাভুক্তির সনদ গ্রহীতার লেমিনেটিং ছবি (০২) কপি

তালিকাভুক্তির সনদ নম্বর ঃ.......................................

সনদ ইস্যুর তারিখ ঃ ....

বরাবর
জনাব/মেসার্স

ঠিকানা ঃ

(ক) বর্তমান ঃ

(খ) স্থায়ী ঃ

আপনার .... তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে তালিকাভুক্তিকরণ বিধিমালা, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আপনাকে তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ/অর্জন/ব্যবহার/স্থানান্তর/ব্যবসা/রপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (√) টিক চিহ্ন দিয়ে অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিতে হবে) জন্য তালিকাভুক্ত করা হইল, যথা ঃ

শর্তাবলী ঃ

১। এই তালিকাভুক্তির সনদ .... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২। তালিকাভুক্তির সনদটি, বিধি **১০** এর শর্ত সাপেক্ষে, অ-হস্তান্তরযোগ্য।

৩। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী কর্তৃক আয় ও ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত প্রয়োজনীয় রেজিস্টার এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট, রিটার্ণ, ইত্যাদি দাখিল করিতে হইবে।

৪। বিধি **১১** এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্তির সনদটি বাতিলযোগ্য হইবে।

৫। .... ।

৬। .... ।

৭। .... ।

৮। .... ।

৯। .... ।

১০। .... ।

ইং

তারিখ ঃ .... জাতীয় কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

বাং

রাজস্ব
টিকেট

"ফরম-গ"

[বিধি ৬ (২) দ্রষ্টব্য]

তালিকাভুক্তির সনদ নবায়নের জন্য আবেদন

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি

বরাবর

জাতীয় কর্তৃপক্ষ

....

.... ।

মহোদয়,

আমি/আমরা ....তালিকাভুক্তিকরণ বিধিমালা, ২০১০ এর আওতায়.............. ইং তারিখে প্রাপ্ত তালিকাভুক্তির সনদ এর মেয়াদ আগামী................................ইং তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি। বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নেপ্রদত্ত হইল, যথা ঃ

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। ঠিকানা ঃ ক। বর্তমান ঃ

খ। স্থায়ী ঃ

৫। তালিকাভুক্তির সনদ নম্বর, সনদ প্রাপ্তির তারিখ ও মেয়াদকাল (ফটোকপি সংযুক্তি) ঃ

৬। আবেদনকারীর সর্বশেষ ২ (দুই) বৎসরে কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন (দুই প্রস্থ) ঃ

৭। তালিকাভুক্তির সনদের শর্তাবলী কখনো ভঙ্গ করা হইয়াছে কিনা ? হইয়া থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

৮।	জাতীয় কর্তৃপক্ষ বরাবরে (অফেরতযোগ্য) নবায়ন ফি বাবদ....................................টাকার ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা চালানপত্র	ঃ
(ক)	আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী, অর্থ ঋণ সংক্রান্ত বা অন্য কোন মামলা বিদ্যমান থাকিলে, উহার বিস্তারিত বিবরণ	ঃ
(খ)	আবেদনকারী ইতোপূর্বে কোন মামলায় আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উহার বিস্তারিত বিবরণ	ঃ

সত্যপাঠ

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যাবলী সত্য। যদি কোন সময় উক্ত তথ্যাবলীর কোন একটি তথ্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় কর্তৃপক্ষ তালিকাভুক্তির সনদ বাতিলসহ আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ইং

তারিখ ঃ.. আবেদনকারীর নামসহ স্বাক্ষর

বাং

"ফরম-ঘ"

[বিধি ৬ (৫) দ্রষ্টব্য]

তালিকাভুক্তির সনদ নবায়ন পত্র

তালিকাভুক্তির সনদ গ্রহীতার লেমিনেটিং ছবি (০২) কপি

তালিকাভুক্তির সনদ নম্বরঃ...

সনদ ইস্যুর তারিখঃ...

নবায়নের তারিখঃ...

বরাবর

জনাব/মেসার্স

ঠিকানা ঃ

ক। স্থায়ী ঃ

খ। অস্থায়ী ঃ

আপনার.........................তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে তালিকাভুক্তিকরণ বিধিমালা, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আপনার............................ইং তারিখের তালিকাভুক্তির সনদ এতদ্দ্বারা নবায়ন করা হইল, যথাঃ

শর্তাবলী ঃ

১। এই নবায়ন ....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২। তালিকাভুক্তির সনদটি, বিধি ১০এর শর্ত সাপেক্ষে, অ-হস্তান্তরযোগ্য।

৩। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী কর্তৃক আয় ও ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত প্রয়োজনীয় রেজিস্টার এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট, রিটার্ণ, ইত্যাদি দাখিল করিতে হইবে।

৪। বিধি ১১ এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্তির সনদটি বাতিলযোগ্য হইবে।

৫। .... ।

৬। .... ।

৭। .... ।

৮। .... ।

৯। .... ।

১০। .... ।

ইং

তারিখ ঃ...................................... জাতীয় কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

বাং | রাজস্ব টিকেট | রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd